দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 31 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...২...

সহকারী ও পিয়ন দিয়ে চলছে বামনা শিক্ষা অফিস

■ বামনা (বরগুনা) সংবাদদাতা

বরগুনার বামনা উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে চরম জনবল সংকট চলছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ চারটি পদ চার বছর ধরে শূন্য থাকায় ওই দপ্তর চলছে একজন অফিস সহকারী ও একজন পিয়ন দিয়ে। ফলে একদিকে যেমন দাপ্তরিক কার্যক্রমে স্থবিরতা অন্যদিকে উপজেলার অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার অবকাঠামোগত সমস্যায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। জানা গেছে, উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদ গত চার বছর ধরে শূন্য থাকায় জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার চলতি দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি জেলার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পর বামনা উপজেলার দায়িত্ব পালন যথাযথ সময়ে করতে পারছেন না। এছাড়া তিনি নিজ কর্মস্থল থেকে এখানে বাড়তি দায়িত্ব পালনের জন্য বামনায় আসতে পারছেন না। ফলে বামনা উপজেলা শিক্ষা অফিসের কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করছে। এছাড়া এ দপ্তরের সহকারী শিক্ষা অফিসার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও নৈশপ্রহরীর পদও গত পাঁচ বছর ধরে শূন্য রয়েছে। বর্তমানে অফিস সহকারী ও পিয়ন— এ দু'জন মিলে এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন দপ্তরের কার্যক্রম চালাচ্ছেন। এছাড়া উপজেলার ১২টি মাদরাসার মধ্যে তিনটি মাদ্রাসা ও একটি মহিলা মাদ্রাসাসহ মোট চারটি মাদ্রাসার পাকা কোন ভবন নেই। টিনের চালার এসব প্রতিষ্ঠানের ভাঙাচোরা অবস্থা।

বামনা সদর আর রশিদ ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মো. ইউনুস আলী জানান, উপজেলার সকল মাদ্রাসার পরীক্ষা সদর আর-রশিদ ফাজিল মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই মাদ্রাসার অবকাঠামোগত সমস্যা ও পাকা ভবনের অভাবে নানা ভোগান্তি পোহাতে হয়। এ ব্যাপারে বরগুনা জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার চন্দ্র হাওলাদার বলেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি। আমাকে বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারী সংকটের বিষয়টি গত কয়েকদিন আগে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।